দৈনিক সংবাদ

তারিখ MAY 9 1999
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৭

225

সম্পাদকীয়

শিক্ষকদের আচরণ এবং শিক্ষা খাতের দুর্নীতি

গত বুধবার বেসরকারি স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসা শিক্ষকদের এক সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের ভাষণে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পাইকারিভাবে তাদের বেতনের 'শতকরা একশ' ভাগ' সরকারি তহবিল থেকে দেয়ার ঘোষণা দেননি বলে শিক্ষকরা তাৎক্ষণিকভাবে ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন এবং তারপর তাদের এক অংশ রাস্তার মাঝখানে টায়ার ও ফেস্টুনে আগুন ধরিয়ে প্রায় এক ঘন্টা সড়ক অবরোধ করে রাখেন। এক পর্যায়ে শিক্ষকদের সঙ্গে পুলিশের ধাক্কাধাক্কিও হয়। শিক্ষকদের এই আচরণ কি দৃষ্টান্ত স্থাপন করলো, সে বিচারের ভার আমরা সম্মানিত শিক্ষকদের উপরই রাখলাম। স্কুল-কলেজ-মাদ্রাসার ছাত্ররা তুচ্ছ কারণে সড়ক অবরোধ ও সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। এরপর থেকে শিক্ষকরা কোন্ মুখে তাদের থামাতে যাবেন।

বর্তমানে বেসরকারি স্কুল-কলেজ-মাদ্রাসার শিক্ষকরা তাদের 'জাতীয় বেতন স্কেলের' শতকরা ৮০ ভাগ পান সরকারের কাছ থেকে। বাকি ২০ ভাগ স্কুল থেকেই পাওয়ার কথা। এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে বেতন ও অন্যান্য ফি আদায় করা হয়। সরকারের বিভিন্ন অনুদানও তারা পান। অতএব বেতনের ২০ শতাংশ স্কুল, কলেজ বা মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ না দিলে তাদেরই কাঠগড়ায় দাঁড় করানো উচিত। সরকার যদি বেতনের সবটাই দেয়া শুরু করেন তবে শিক্ষকদের নিয়োগ, বদলি, হায়ারিং-ফায়ারিং ও আচরণবিধি সরকারি নিয়মেই হতে হবে। প্রধানমন্ত্রী বলছেন, দক্ষ শিক্ষকদের বেতনের সবটাই সরকার দেবে। কে ঠিক করবে কোন্ শিক্ষক দক্ষ, কোন্ শিক্ষক অদক্ষ। আমাদের শিক্ষা অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে? তাহলেই হলো। এই অধিদপ্তরটি এখন দুর্নীতি ও অনিয়মের সবচেয়ে বড় আখড়া বলে সুনাম অর্জন করেছে। শিক্ষকদের বেতনের ১০০ ভাগ যদি দিতেই হয় তবে বাছবিচার করে লাভ হবে না, সবাইকে দিয়ে দিন। আমরা শুধু একটা প্রশ্নই রাখছি, শিক্ষকদের বেতনের সরকারি অংশ বাড়তে বাড়তে ৮০ শতাংশ হওয়ার পর সেই অনুপাতে দেশে শিক্ষাদানের মান কি বেড়েছে?

বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শুরু করে প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত শিক্ষকদের দায়িত্ববোধ ও নৈতিকতার মান কত নেমে গেছে, তার একটা বহির্প্রকাশ সব ধরনের পরীক্ষায় দুর্নীতি ও নকলবাজি। আগের প্রজন্মে পরীক্ষা পরিচালনা করতেন শিক্ষকরা। এখন প্রধান দায়িত্বে থাকেন সরকারের প্রশাসনিক কর্মকর্তারা, পুলিশ বাহিনীর উপস্থিতিটাও অপরিহার্য। শুধু বাকি আছে সেনা মোতায়েন করা। বহু শিক্ষক আজকাল পরীক্ষার্থীদের অসদুপায় অবলম্বনের সহযোগী। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আইন-শৃংখলা ও ডিসিপ্লিন রক্ষার দায়িত্ব শিক্ষকদের। এখন বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই পুলিশ বাহিনীকে ডাকতে হয়। নৈতিকতা ও নিয়মানুবর্তিতার শিক্ষা শিক্ষকদের কাছ থেকে পাওয়ার কথা। আমাদের সর্বস্তরের শিক্ষকরা প্রাইভেট টিউশনি, ব্যবসা-বাণিজ্য, সক্রিয় রাজনীতি, নিজেদের মধ্যে কুৎসিত দলাদলি ইত্যাদি করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিবেশই বদলে দিয়েছেন।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সম্মেলনে বলেছেন, শিক্ষানীতি বাস্তবায়নের মাধ্যমে আধুনিক বিশ্বের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করা হবে। একুশ শতকের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হলে তা ছাড়া কোন উপায় নেই; কিন্তু দেশের শিক্ষকদের যে ধরনের অসদাচরণ এবং শিক্ষা কর্মকর্তাদের দুর্নীতির যে পাহাড় জমে উঠেছে তাতে এদের দিয়ে দক্ষ শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন করা কি আদৌ সম্ভব?